১৫-০৫-১৭ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা — বাবার শ্রীমত অনুসরণ করে চললে শ্রেষ্ঠ হবে, রাবণের কর্তৃত্বে চললে সমস্ত মান সম্মান ধূলিসা হয়ে যাবে।"

প্রশ্ন :- ঈশ্বরীয় বার্থরাইট লাভ করে এমন উত্তরাধিকারী বাচ্চাদের লক্ষণগুলো কি ? শোনাও।

উত্তর :- এমন উত্তরাধিকারী বাচ্চারা — ১) বাবাকে সম্পূর্ণরূপে ফলো করবে। ২) শুদ্র সঙ্গ থেকে অনেক বেশী সাবধানে থাকবে। কখনো তাদের সঙ্গে গিয়ে বাবার শ্রীমতে নিজের মনমত মিক্স করবে না। ৩) নিজের সত্যকারের পোতামেল বাবাকে জানাবে। ৪) একে অপরকে সতর্ক করে উন্নতি লাভ করবে। ৫) কখনও তারা বাবার হাত ছাড়ার সংকল্প মাত্র করবে না।

গীত :- মা ! ওগো মা ! তুমি সবার ভাগ্য বিধাতা.....

ওম শান্তি। তোমরা বাচ্চারা এই গান শুনেছ। এই মহিমা বিশ্বমাতা, কামধেনুর মহিমা। এই মহিমা জগ অম্বার। বাস্তবে গুপ্তরূপে ব্রহ্মপুত্র নদীও আছে। গাওয়া হয়ে থাকে, তুমি মাতা তুমি পিতা... শিববাবা ব্রহ্মার মুখ-কমল থেকে বাচ্চাদের রচনা করেন। তাহলে তো ইনি মাতা হলেন, তাই না ! এটা গুহ্য কথা ! এই সব কথা শাস্ত্রে নেই। বাবা বুঝিয়েছেন, শাস্ত্র হলো ভক্তি মার্গের সামগ্রী। বাবা বসে সব শাস্ত্রের সার বোঝান। এমন নয় যে তিনি গীতা বলছেন। না, বাবা নিজেই জ্ঞানের সাগর। যদিও এনার (ব্রহ্মাবাবা) গীতা ভাগবত ইত্যাদি পড়া আছে, কিন্তু তোমরা শিববাবার ক্ষেত্রে এমন বলতে পারবে না যে তিনি সবকিছু পড়েছেন। না, তিনি নলেজ ফুল ! তিনি বলেন, "আমি এই মনুষ্য সৃষ্টির বীজ।" সৃষ্টির আদি- মধ্য- অন্তের নলেজ আমার মধ্যে ! বাবা বলেন, আমি এর বর্ণনা করি — এই ব্রহ্মার দ্বারা। তারপরে এই বর্ণনা লুপ্ত হয়ে যাবে। এই সত্য গীতা যা তোমরা রচনা করছ তাও তোমাদের সাথে থাকবে না। গীতা ইত্যাদি ভক্তি মার্গের শাস্ত্রগুলো আবার বেরিয়ে আসবে। এই সমস্ত শাস্ত্র ইত্যাদি পড়ে কারও সদগতি প্রাপ্ত হয় না। বাচ্চারা তোমরা জানো যে, এখানে যে সমস্ত অ্যাক্টর্স(actors) আছে, প্রথমে সব অশরীরি অবস্থায় মুক্তিধামে ছিল তারপর এখানে এসে শরীর ধারণ করে নিজের নিজের পার্ট প্লে করছে। সেইসব অবিনাশী পার্ট আত্মায় লিপিবদ্ধ করা আছে। এই সৃষ্টিচক্রও এক, এর রচয়িতাও এক এবং তিনিই একমাত্র। একই সৃষ্টিচক্র নিরন্তর আবর্তিত হচ্ছে। এটা হলো পূর্ব নির্ধারিত অবিনাশী ড্রামা। সত্যযুগে দেবী দেবতাদের রাজত্ব ছিল। এখন আবারও একবার তোমরা সেই রকম হচ্ছ। পরমপিতা পরমাত্মা প্রথমে ব্রহ্মামুখ দ্বারা ব্রাহ্মণ দুনিয়া রচনা করেন। সর্বপ্রথম নতুন সৃষ্টি সঙ্গমযুগের। পুরানো আর নতুন। ব্রাহ্মণ শীর্ষচূড়া। পাদদেশ আর শীর্ষচূড়া, এই উভয়ই সঙ্গমযুগে বলা হবে। তোমরা ব্রাহ্মণেরা বাবার সাথে বিশ্বের জন্য রূহানী সেবা করছ। বাবাও আত্মাদের সেবা করেন। তোমরাও আত্মাদের সেবা করো অর্থা যারা তমোপ্রধান হয়ে গেছে তাদের তোমরা সতোপ্রধান বানাচ্ছ। সুতরাং, যারা বাবার শ্রীম মেনে চলবে তারা উচ্চ থেকে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে। বাচ্চারা, তোমাদের শ্রীম অনুসরণেই শ্রেষ্ঠ হতে হবে। বাচ্চারা তোমরা জানো, তোমরা সূর্যবংশী দেবী-দেবতা ছিলে, পরে সেই তোমরাই চন্দ্রবংশী হয়েছ, তারপর মায়া তোমাদের মান সম্মানের হানি ঘটিয়ে পূজ্য থেকে পূজারী বানিয়েছে। শ্রীম অনুসরণে মানুষ শ্রেষ্ঠ হয়ে যায় তারপর রাবণের নির্দেশানুসারে তোমাদের সমস্ত সম্মান ধূলায় মিশে যায়। এখন আবার শিববাবার মতে চললে নতুন দুনিয়ায় দেবী -দেবতা হয়ে যাবে। প্রতি পদক্ষেপে শ্রীমত অনুসরণ করতে হবে। গান্ধীজীও এক নতুন ভারত, নতুন রাজ্যপাটের স্বপ্ন দেখেছিলেন। যাই হোক, সত্যযুগকে নতুন যুগ বলা হয়। এখানে দুঃখ দিন দিন অবিরত বেড়েই চলেছে। বাবা বলেন, দুঃখ তো বাড়বেই, আর তখনই তো আমি আসি। আমি আমার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এসে আবারও একবার তোমাদের সহজ রাজযোগ শেখাই। শাস্ত্র পরে তৈরি হয়। এই গীতা ইত্যাদি আবার রচিত হবে। এখন বিনাশ অগ্নিতে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। তোমরা এই চক্র জানো। বাচ্চারা তোমাদের স্কুলে গিয়ে বোঝাতে হবে। তোমাদের হিস্ট্রি জিওগ্রাফী হলো সীমিত অর্থাত্ হদের। একে ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি -জিওগ্রাফী বলা যাবে না

। বাচ্চাদের বেহদের হিস্ট্রি -জিওগ্রাফী শেখা উচিত, তবেই তো তারা উচ্চ পদ লাভ করতে পারবে । হদের হিস্ট্রি জিওগ্রাফী থেকে হদের পদপ্রাপ্তি হবে । এটা বেহদের । এতে তিন লোকের জ্ঞান অন্তর্ভুক্ত । আদিতে নিরাকার দুনিয়ায় অনেক আত্মারা থাকে । অন্তিমে সব আত্মারা নীচে নেমে আসে । সূক্ষবতন নিবাসী ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকরের পার্ট এই সময় থেকে কার্যকরী হয় । তাহলে তোমরা লোককে জিজ্ঞাসা করতে পারো, যদি তোমরা জানো, সত্যযুগে লক্ষী নারায়ণের রাজত্ব ছিল, তারপর কি হলো ? তাহলে কি ত্রেতাযুগের অন্ত অবধি একই লক্ষী নারায়ণের রাজত্ব ছিল ? কত সময় অবধি তাঁরা রাজত্ব করেছেন আর কত বড় এরিয়া শাসন করেছেন ? তারা এখন জমিন আসমানেও পার্টিশান করে দিয়েছে । সেখানে এইসব বিষয়ের কোনও অস্তিত্বই নেই । সেখানে ভারতে, বেহদের রাজ্যপাট । এখন তো কত টুকরো হয়ে গেছে ! তাদের পক্ষে এটা এখন সম্ভব নয় সবাই একত্রিত হয়ে এক হয়ে যাওয়া । এখন বাবা বেহদের হিস্ট্রি জিওগ্রাফী শোনাচ্ছেন । ৮৪ জন্মের চক্রে ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি জিওগ্রাফী অন্তর্ভুক্ত ; এইসঙ্গে পবিত্রতাও অবশ্যই প্রয়োজন । এখন নো পিওরিটি, নো পিস, নো প্রসপারিটি ! মানুষ ভাবে সন্ন্যাসীদের কাছে গেলে শান্তি পাওয়া যায় । বাবা বলেন, শান্তি তো তোমাদের কণ্ঠহার ! বাস্তবে, আমি আত্মার স্বধর্ম হলো শান্ত । আত্মাদের নিবাস কোথায় ? এর উত্তরে তারা বলবে নির্বাণধামে, শব্দের দুনিয়ার ঊর্ধে । যখন আত্মার স্বধর্মই শান্তি তাহলে গুরু ইত্যাদির কাছ থেকে কি শান্তি প্রাপ্ত হবে ? মায়া তোমাদের অশান্ত করে । যখন শ্রীমত দ্বারা এই মায়াকে জয় করবে, তখনই সত্যযুগে পবিত্রতা, সুখ, শান্তির বর্সা প্রাপ্ত হবে । ওখানে কখনো কেউ বলবে না যে আমি অশান্ত , আমার শান্তি চাই । এক ভারতেই পবিত্রতা, সুখ, শান্তি থাকবে । এখন তোমরা শুদ্র থেকে পরিবর্তিত হয়ে ব্রাহ্মণ হয়েছ । এই সময়ে ভারতবাসীদের তো এটাও জানা নেই যে আমরা কোন ধর্মে অন্তর্গত । আমাদের ধর্ম কে, কবে রচনা করেছেন ? আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম সম্বন্ধে কেউ জানে না । আর্য আর অনার্য । দেবতাদের ভগবান আর ভগবতী বলা হয়, কেননা ভগবান স্বয়ং স্বর্গের স্থাপনা করেছেন । যাই হোক, তাঁদের দেবী দেবতাই বলা হয় । ভারতের ধর্ম আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম, হিন্দু নয় । এই সমস্ত কথা বাবা তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন । এই সব কথা তোমাদের বুদ্ধিতে নম্বর ক্রমানুসারে বসে । এমন অনেক বাচ্চারা আছে যারা কোনক্রমে হয়তো সপ্তাহে একবার বাবাকে স্মরণ করে ! সঠিক সঙ্গ না থাকায় তারা তাঁকে স্মরণ করতে ভুলে যায় ! এখানে ব্রাহ্মণদের সঙ্গ প্রয়োজন যারা সদা একে অপরকে সতর্ক করে । যদি তোমরা শুদ্র সঙ্গে থাকো তাহলে কিছু না কিছু প্রভাব অবশ্যই পড়বে । বাবার কাছ থেকে সম্পূর্ণ বর্সা নেওয়ার জন্য বাবাকে ফলো করতে হবে । রুজি রোজগারে নিযুক্ত থেকেই বাবাকে সমস্ত সত্য বলো, বাবা, আমরা ব্যবহারিক সংসারে, ফ্যাক্টরি ইত্যাদিতে কাজ করতে করতে কতটা স্মরণে থাকতে পারব ! তোমাদের নিজের নিজের স্মরণের চার্ট বাবার কাছে পাঠানো উচিত যাতে বাবা বুঝতে পারেন যে এই বাচ্চারা ভালো পুরুষার্থী বাচ্চা । এখানে তো অনেকেই বাপদাদাকে কোনও পত্রও লেখে না । বাবা বুঝতে পারেন যে কেউ সতোপ্রধান পুরুষার্থ করছে, কেউ রজো এবং কেউ তমো । তমোপ্রধান পুরুষার্থী যে হবে সে সূর্যবংশীর কাছে এসে চাকরি করবে । তারা সাহুকার (ধনবান) প্রজারও দাস হবে । এর থেকেও কম পদপ্রাপ্তি তার হবে যে বাবার হয়েছে, জ্ঞান শুনে আশ্চর্যান্বিত হয়েছে, অন্যকে শুনিয়েছে ! তারপরেও বাবাকে ছেড়ে চলে গেছে ; তাদের অবস্থা সবথেকে খারাপ হয় । বাবার সম্পূর্ণ বর্সা নিতে হলে বাবার কাছে পোতামেল পাঠাতে হবে তাহলে বাবা রেজাল্ট দিতে পারবেন । তোমরা যদি পুরো মেহনত না করো, মায়া তোমাদের সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করে নেবে ।এইজন্য বাবা বলেন, সঠিক সঙ্গ অত্যন্ত জরুরী ! যদি তোমাদের সঙ্গ ঠিক থাকে, তোমরা বুঝতে পারবে যে, তোমরা ঈশ্বরীয় কুলের অন্তর্গত । বাবা বোঝান, স্বামী স্ত্রী একসাথে থাকতে পারে ; যদি সহসা অগ্নি স্ফুলিঙ্গের প্রকাশ ঘটে,তবে সবকিছু শেষ হয়ে যাবে । বাবার তো অনেক অনেক বাচ্চা আছে । অনেক আসবে এবং অনেকের মৃত্যু হবে । ঈশ্বরীয় বার্থ, আসুরী বার্থের থেকে উঁচু । আজকাল অনেক লোকে তাদের পার্থিব বার্থডে ধুমধামের সাথে পালন করে । সেটা ক্যান্সেল হওয়া উচিত্ অলৌকিক বার্থডে পালন হওয়া উচিত্, তাহলে এটাই স্থির হয়ে যাবে । বাবা রায় দেন, পুরানো বার্থডে ক্যান্সেল করে নতুন বার্থডে পালন করো । আজকাল তারা তাদের বিবাহ বার্ষিকীও পালন করে। সেটাও ক্যান্সেল হওয়া উচিত ! কিছু চেঞ্জ হতে হবে । বাবা হারানিধি বাচ্চাদের বলছেন যে এটা কোন নতুন কিছুই নয়, তোমরা অনেক বার তোমাদের রাজ্যভাগ্য হারিয়েছ । পরে আবার ফিরেও পেয়েছ । প্রত্যেক কল্পে এক জন্ম বাবার কাছে স্যাক্রিফাইস করে ২১ জন্মের

সুখ লাভ হয় । তবে, কেন না আমরা পবিত্র হই ! বাবা, আমরা আপনার শ্রীমতে চলব । অর্ধকল্প তোমরা আসুরিক মতে চলেছ, সুতরাং, এখানে তোমাদের অনেক সতর্ক থাকতে হবে । উত্তরাধিকার অনেক বড়, এমনকি কোনও কথাই জিজ্ঞাস্য থাকেনা ! স্কুলে যখন পড়ুয়ারা পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হয় তখন তাদের মুখগুলো ফ্যাকাশে হয়ে যায় । এখানেও অনেক সাজা পেতে হয় । বাবা তোমাদের সেসবের সাক্ষা□কার রান । আমি নিজে তোমাদের পড়াতাম আর বলতাম যে শ্রীমতে চলো, তোমরা আমার কথা শোনোনি । তোমরা যেমন অপরাধ করেছ তার একশো গুণ দন্ড জমা হয়ে আছে । কেননা বাবার সার্ভিসে তোমরা বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিলে । তোমরা পূর্বে বাবাকে বদনাম করেছিলে । যারা শ্রীম□ অনুসরণ করে তারা সর্বদা খুব মিষ্টি স্বভাবের হবে । কারও ওপর তোমাদের ক্রোধ হলে, তোমরা বুঝতে পারবে যে, তোমরা আসুরিক মত অনুসরণ করছ । কেউ কেউ ভাবে, বাবা সভার মাঝে সকলের সামনে তাদের সম্বন্ধে বলে তাদের সম্মান নষ্ট করেছেন । ওহ্ ! কিন্তু বেহদের বাবা তো সবার সম্মান বাড়িয়ে দেন । বাবার কত অসংখ্য বাচ্চা আছে ! তিনি এক একজনকে ব্যাক্তিগত ভাবে বোঝাবেন ? বাবা তো সবার সামনেই সবকিছু বলেন । একমাত্র বাবার শ্রীমতের দ্বারাই তোমরা শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে । তোমরা নিজের মত অনুযায়ী চললে তোমাদের পতন হবে । পতন হতে হতে অবশেষে তোমাদের মৃত্যু হবে । এখানে চিন্তার চিতা ! বাবা ওখানে নিয়ে যান যেখানে চিন্তার লেশমাত্র নেই । সুতরাং, তোমরা শ্রীম□ মেনে চলো, তারপর যা হতে চাইবে তোমরা তাই হতে পারবে । শ্রীলক্ষীকে বরণ করার সাহস চাই তোমাদের । নিজের মুখ দর্পণে দেখো— আর ভাবো যে কতটা যোগ্যতা অর্জন করেছি ! যতক্ষণ তোমরা বেঁচে আছ নিরন্তর জ্ঞান নিয়ে যেতে হবে । তোমরা হলে জগত অম্বার সন্তান । যা মাম্মার মহিমা তা' বাচ্চারা তোমাদেরও মহিমা । জগত অম্বা অন্যতমা হন । ষোল হাজার একশো আটের (১৬,১০৮) এর মালাও আছে । যখন তারা রুদ্র যজ্ঞ রচনা করে তখন লাখ লাখ শালগ্রাম শিলা আর শিবের একটা চিত্র তৈরি করে । সুতরাং, তারা নিশ্চয়ই সব সহযোগী । তোমরা সবাই রূহানী তীর্থযাত্রী । তোমরা ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী রচনা, সঙ্গমযুগের ব্রাহ্মণ । পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা নতুন রচনা রচেন । বাচ্চারা তোমাদের তিনি পোষ্যরূপে গ্রহণ করেন । তোমরা শুদ্র ধর্ম থেকে পরিবর্তিত হয়ে ব্রহ্মামুখ বংশাবলী রচনা হয়েছ । মায়া মহাশত্রু । তোমাদের যোগাভ্যাস সে মেনে নেয়না । বাবা বলেন, কখনও এমন বোলোনা যে আমাকে যোগে বসাও । বিশেষ এক জায়গায় বসে যদি যোগের অভ্যাস ধীরে ধীরে মনের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, তাহলে চলতে ফিরতে যোগের অভ্যাসে অসমর্থ হবে । তখন তোমরা বলবে, আমি দিদির কাছে গিয়ে যোগে বসব । বাবা তো বলেন, চলতে ফিরতে বাবাকে আর তাঁর বর্সাকে স্মরণ করো । ব্যস্ এইটুকুই ! গীতা যারা শোনান তারা এমন ভাবে বলতে পারবেন না । একমাত্র বাবাই বলেন — নিরন্তর কেবল আমাকে স্মরণ করো । তোমরা স্বর্গেরও সাক্ষা□কার রেছ । বাবা এখন তোমাদের বেশী সাক্ষাৎকার করান না, তা'নাহলে লোকে ভাববে এখানে ম্যাজিক হয় । মাম্মার মহিমা বর্ণনের গীত আছে । মাম্মা তো ইনিও(ব্রহ্মা) । যাই হোক, মাতাদের দেখাশোনার জন্য জগত অম্বা নিযুক্ত আছেন । এই সবকিছু ড্রামায় নির্ধারিত হয়ে আছে । সবার থেকে তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধির । ওনার মুরলী অতি সরস ! বাচ্চারা তোমরা জানো যে শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্স থেকে এখন বেগার হয়ে গেছেন । (শ্রীকৃষ্ণের ছবির দিকে তাকিয়ে)....আমাকে বলো, তুমি কি কর্ম করেছিলে যে স্বর্গের প্রিন্স হয়েছ ? তুমি নিশ্চয়ই তোমার পূর্ব জন্মে রাজযোগ শিখেছিলে ! নিশ্চিত, বাবা স্বর্গের রচয়িতা, সুতরাং তিনি তোমাকে নিশ্চয়ই শিখিয়েছিলেন । আচ্ছা -

মিষ্টি- মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার ভালোবাসা ও স্মরণ আর সুপ্রভাত । রূহানী বাবার রূহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারনার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবার সার্ভিসে বিঘ্নরূপ হয়োনা । শ্রীম□ অনুসরণ করে খুব খুব মিষ্টি হতে হবে, কারও ওপর ক্রোধ করোনা ।

২) মায়ার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তুমি যে সঙ্গ রেখেছ সেদিকের প্রতি সতর্ক হও ! শুদ্র সঙ্গ করা উচিত নয় । বাবাকে নিজের সত্যিকারের পোতামেল দেবে । ঈশ্বরীয় জন্মদিন পালন করবে, তোমার পার্থিব জন্মদিন নয় ।

বরদান :- *আশীর্বাদ রূপী রকেট দ্বারা তীব্র গতিতে উড়ে বিঘ্ন প্রুফ ভব*

মাতাপিতা আর সর্বসম্বন্ধে এসে অন্যকে সন্তুষ্টি দানের মাধ্যমে প্রাপ্ত আশীর্বাদের সম্পদে নিজেকে পরিপূর্ণ করো, তাহলে তোমার পুরুষার্থ করায় কখনও কঠিন মেহনত করতে হবে না । যেমন সায়েন্সে সবথেকে তীব্রগতির রকেট আছে তেমনই সঙ্গমযুগে সবথেকে তীব্রগতিতে উড়ে যাবার যন্ত্র অথবা তার থেকেও শ্রেষ্ঠ রকেট "সবার শুভেচ্ছা " নামক যন্ত্র, যা থেকে কোন প্রকারের বিঘ্ন সামান্যতম স্পর্শও করতে পারে না, এর ফলে বিঘ্ন প্রুফ হয়ে যাবে, যুদ্ধ করতে হবে না।

স্লোগান :- *পরোপকারী ভাবনায় সম্পন্ন হওয়াই হলো শ্রেষ্ঠত্বের আধার ।*